The Chittagong University Journal of Social Sciences Vol.33, 2015 (P. 205-222)

কুমিল্লার ঐতিহ্যবাহী খাদি শিল্পের বর্তমান অবস্থা: একটি মাঠ পর্যায়ে নিরীক্ষা

ড. এ.বি.এম. নাজমুল ইসলাম খান [1]
খালেদা আক্তার [2]

সারসংক্ষেপ

কুমিল্লার ঐতিহ্যবাহী খাদি শিল্প একটি সম্ভাবনাময় অপ্রাতিষ্ঠানিক শিল্পখাত যেটি বর্তমানে প্রায় বিলুপ্তির পথে। যদিও এখনও কিছু পেশাজীবী জনগোষ্ঠী বংশ পরম্পরায় ধারাবাহিকতা রক্ষার্থে টিকিয়ে রেখেছে এই শিল্পকে। বাংলাদেশের সার্বিক আর্থ-সামাজিক অবস্থা বিবেচনায় এরকম একটি শিল্প খাতের গুরুত্ব অনেক। সম্ভাবনাময় খাদি শিল্প খাতের বর্তমান অবস্থার উপর একটি মাঠ পর্যায়ের গবেষণা পরিচালনার মাধ্যমে এই শিল্পের প্রধান সমস্যা সমূহ, জনগোষ্ঠীর পটভূমি, শিল্পের সাথে সম্পৃক্ত এই শিল্পকে সচল রাখার জন্য কি পরিকল্পনা গ্রহণ করা যেতে পারে — এসমস্ত বিষয়গুলোকে সামনে রেখে প্রবন্ধটি উপস্থাপন করা হয়েছে। গবেষণাটিতে গুণগত ও পরিমাণগত উভয় প্রকার গবেষণা পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়েছে। কুমিল্লা জেলার দেবীদ্বার ও চান্দিনার তিনটি গ্রাম: বেলাশ্বর, বড়কামতা এবং সোনাপুর থেকে উদ্দেশ্যমূলক নমুনায়ন পদ্ধতি ব্যবহার করে পুরো সমগ্রক (৪৫ জন) থেকে সাক্ষাৎকার অনুসূচি ও কেইস স্টাডির মাধ্যমে প্রয়োজনীয় উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে। সংগৃহীত উপাত্তগুলো সারণি ও লেখচিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয়েছে। গবেষণার প্রাপ্ত ফলাফল অনুযায়ী দেখা যায় কুমিল্লার খাদি শিল্প নানান সমস্যায় জর্জরিত বিশেষ করে উদ্যোক্তার অভাব, কাচামালের অপ্রতুলতা ও সরকারী পৃষ্ঠপোষকতার অভাব প্রভৃতি কারণে খাদি শিল্পের কার্যক্রম প্রায় বন্ধ হওয়ার উপক্রম। বর্তমান সংকটের কারণে খাদি শিল্পীরা এই পেশা ছেড়ে ভিন্ন পেশা গ্রহণ করতে বাধ্য হচ্ছে। নতুন প্রজন্মও এই পেশা গ্রহণের ক্ষেত্রে অনাগ্রহী। এমতাবস্থায় সরকারী পৃষ্ঠপোষকতার পাশাপাশি অন্যান্য সমস্যাসমূহের বাস্তবসম্মত সমাধানই কুমিল্লার ঐতিহ্যবাহী খাদি শিল্পকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করতে পারে।

১. ভূমিকা

গ্রামীণ বাংলাদেশের কুটির শিল্পের সাথে মিশে আছে আবহমান বাংলার ঐতিহ্য। বিশেষ করে বস্ত্রশিল্প, কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে যেটিকে প্রতিষ্ঠিত শিল্প হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে (সেন, ১৯৮৮)। এই শিল্প খেটে খাওয়া বাংলাদেশের গ্রামীণ মানুষের জীবীকার অন্যতম মাধ্যম। গ্রামীণ অর্থনীতির সাথে জাতীয় অর্থনীতির সংযোগ ঘটিয়েছে এই কুটির শিল্প। এই শিল্পের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো গ্রামাঞ্চলে বসবাসরত মানুষের কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে ভূমিকা, গ্রামভিত্তিক দেশীয় শিল্পের প্রসার, বৈদেশিক আয়, দেশকে বিশ্ববাজারে পরিচিত করা এবং সর্বপরি গ্রাম ও শহরের মধ্যে সম্পর্ক তথা স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সাথে আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা। কিন্তু

[1]অধ্যাপক, সমাজতত্ত্ব বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম-৪৩৩১, বাংলাদেশ।
[2]খালেদা আক্তার, গবেষণা কর্মকর্তা, Resilience Advancement Centre, Dhaka, Bangladesh.

সম্ভাবনাময় এই শিল্পখাতটি নানান সমস্যা ও অবহেলার কারণে সফলতার মুখ দেখছেনা। প্রায় পঞ্চাশ বছর ধরে অবহেলিত শিল্পখাতের সাথে জড়িত কিছু পেশাজীবী জনগোষ্ঠী বংশ পরম্পরায় ধারাবাহিকতা রক্ষার্থে এখনো সচল রেখেছে কুটির শিল্পের চাকা।

বিভিন্ন শ্রেণী ও গোষ্ঠীর মানুষের মেধা ও শ্রমের ব্যবহার কুটির শিল্পে নিয়ে এসেছে নতুন মাত্রা। আর এই কুটির শিল্পের অন্যতম গৌরবময় দিকটি হচ্ছে তাঁতশিল্প। তাঁতশিল্প হচ্ছে বাংলাদেশের সবচেয়ে বৃহৎ শিল্পকর্ম এবং এটি কৃষির পর দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ কর্মসংস্থানের উৎস (Ahmed, 1999)। তাঁতশিল্পের অন্যতম একটি অংশ হলো খাদি শিল্প যা এখন পূর্বের গৌরবকে ধরে রাখতে ব্যর্থ হচ্ছে (Gosh and Akter, 2005)। বর্তমানে খাদি শিল্প এক প্রকার সংকটকাল অতিক্রম করছে (www.comillaweb.com)। বাংলার ইতিহাসে খদ্দর তথা খাদি শিল্পের এক দীর্ঘ ধারাবাহিকতা রয়েছে। বাংলাদেশে খাদি কাপড়ের বুনন শুরু হয় উনিশ শতকের দিকে। মূলত মসলিন শিল্প বিলুপ্ত হবার পরই এ শিল্পের যাত্রা (দৈনিক যুগান্তর, ২০১৬)। কুমিল্লা, চৌদ্দগ্রাম ও ফেনীর গ্রামাঞ্চলে যোগী নামে একটি সম্প্রদায় বাস করত। যারা শুধু নিজেদের ব্যবহারের জন্য চরকায় সুতা কেটে হাতে কাপড় বুনত। এরা সাধারণত ধুতি, পৈতা এবং গামছা তৈরি করত। কার্পাস তুলা থেকে চরকায় সুতা কেটে হস্তচালিত তাঁতে বুনা এ শিল্পই ১৯১৭-১৮ সালের দিকে খাদি নামে পরিচিত পায়।

খাদি শিল্পকে বিশ্বব্যাপী পরিচিত করতে এবং আনুষ্ঠানিক রূপ দিতে সবচেয়ে বেশি অবদান কংগ্রেস নেতা মহাত্মা গান্ধীর (Sivaiah, 2013)। যিনি ১৯২০ সনে খাদি সংস্কৃতির প্রবর্তন করেন। গান্ধীর স্বদেশী আন্দোলনের মূল বিষয় ছিল মেশিনে তৈরি বিদেশী পণ্য বর্জন (Kumar, 2020)। ১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্তির পর কুমিল্লা শাখা থেকে সকল পৃষ্ঠপোষকতা প্রত্যাহার করে নেয়া হয়। ফলে এ শিল্পে বিপর্যয় নেমে আসে। অন্যদিকে ১৯৪৭ সালের দিকে চট্টগ্রামের প্রবর্তক সংঘ নামে একটি প্রতিষ্ঠান ভালো মানের খাদি তৈরি করে তাতে রং এর ছাপ দিয়ে কলকাতায় পৌঁছে দিত। এছাড়া জোরারগঞ্জের খাদি যেত কলকাতায় এবং রাজশাহীর আত্রাই থেকে সংগ্রহ করা খাদির সুতা যেত কলকাতার বিরাট আশ্রমে। ১৯৬০-১৯৬৮ সালের মধ্যে কুমিল্লায় অভয়াশ্রম "দি খাদি এন্ড কটেজ ইন্ডাস্ট্রিজ এসোসিয়েশন" প্রতিষ্ঠিত হয়। অভয়াশ্রমের প্রচেষ্টায় কুমিল্লার গ্রামাঞ্চলে হাতে কাটা সুতা ও হস্তচালিত তাঁতের ব্যবহার ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেতে থাকে (Zakir, 2006)। ১৯৬৫ থেকে ১৯৬৮ সাল পর্যন্ত অভয়াশ্রমের মাধ্যমে চান্দিনার মাধাইয়া, বারেরা, তুলাতুলি, মরছাইম, বেলাশ্বর, কাশেমপুরসহ এর আশেপাশের বিভিন্ন গ্রামে প্রায় ৩৫,০০০ সুতা কাটুনী ও ১২,০০০ তাঁতের বিস্তার হয়েছিল। এভাবেই কুমিল্লা থেকে চট্টগ্রাম পর্যন্ত এক সময় খাদির উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ দেখা যায় (যুগান্তর, ২০১৬)।

কুমিল্লায় অনেক পরিবার এখনও খাদি শিল্পের সাথে জড়িত, এক সময় হাজার হাজার লোক এ পেশার সাথে যুক্ত ছিল। ঐতিহ্যবাহী এ শিল্প এখন প্রায় বিলুপ্তির পথে। কুমিল্লার চান্দিনা ও দেবিদ্বারের কিছু এলাকায় খাদি শিল্প এখনও টিকে থাকলেও বুড়িচং, মুরাদনগর, কোতয়ালির প্রায় অধিকাংশ তাঁতী পেশা পরিবর্তন করে অন্য পেশায় ঝুঁকে পড়ছে। বন্ধ হয়ে যাচ্ছে গৃহস্থালী কাঁজের ফাঁকে ফাঁকে বাড়তি আয়ের সুযোগ। সরকারী সহযোগিতা এবং উপযুক্ত পরিকল্পনার

বাস্তবায়ন ছাড়া প্রায় ধ্বংস প্রাপ্ত কিন্তু সম্ভাবনাময় এই শিল্পকে বাচিয়ে রাখা প্রায় অসম্ভব হয়ে যাচ্ছে (www.comillaweb.com, 2010)। কুমিল্লার ঐতিহ্যবাহী এই খাদি শিল্পের বর্তমান অবস্থা, শিল্পের সমস্যাসমূহ তুলে ধরা ও সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে কি ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে-এ সমস্ত বিষয়গুলোকে সামনে রেখে মাঠ পর্যায়ে সংগৃহীত উপাত্তের আলোকে একটি বিশ্লেষণের উপর এই প্রবন্ধটি উপস্থাপন করা হল।

যে সমস্ত গবেষণা প্রশ্ন থেকে এই গবেষণার উদ্দেশ্য সমূহের কথা বিবেচনা করা হয়েছে সেগুলো হল কুমিল্লার ঐতিহ্যবাহী এই খাদি শিল্প এবং খাদি শিল্পের সাথে সম্পৃক্ত পরিবারগুলোর অস্তিত্ব কেন বিলুপ্তির পথে? শিল্পের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা নিয়ে খাদি শিল্পীরা কি ভাবছে? উপরোক্ত গবেষণা প্রশ্ন সমূহকে সামনে রেখে আমরা আমাদের বর্তমান গবেষণার সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য সমূহ নির্ধারণ করেছি।

২. গবেষণার উদ্দেশ্য

নিম্নোক্ত উদ্দেশ্যসমূহ সামনে রেখে গবেষণাটি পরিচালনা করা হয়েছে —

১. কুমিল্লার খাদি শিল্প এবং খাদি শিল্পের সাথে সম্পৃক্ত পরিবারগুলোর বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে জানা;
২. খাদি শিল্পের সমস্যাসমূহ তুলে ধরা এবং
৩. সমস্যাসমূহ সমাধানে কি ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে সে সম্পর্কে কিছু সুপারিশ করা।

৩. বাংলাদেশে খাদি শিল্পের পটভূমি

খাদি কাপড়ের বুনন শুরু হয় উনিশ শতকের দিকে। মূলত মসলিন শিল্প বিলুপ্ত হয়ে যাওয়ার পরই এই শিল্পের যাত্রা শুরু হয় (দৈনিক যুগান্তর, ২০১৬)। বাংলাদেশের খাদি শিল্পে প্রচার প্রসারে যিনি সবচেয়ে বেশি অবদান রেখেছেন প্রয়াত শৈলেন গুহ। তিনি মারা যাওয়ার পর তাঁর ছেলে অরুন গুহ খাদি শিল্পের ঐতিহ্যকে ধরে রাখেন। কুমিল্লা, চৌদ্দগ্রাম ও ফেনী অঞ্চলে যোগী নামে একটি সম্প্রদায় বসবাস করত। তারা শুধু নিজেদের ব্যবহারের জন্য চরকায় সুতা কেটে হাতে কাপড় বুনত। তাদের তৈরি পণ্য যেমন ধুতি, পৈতা, গামছা প্রভৃতি। একেবারে গ্রামীণ পর্যায়ে শুধু নিজেদের প্রয়োজনে তারা এসব পণ্য তৈরি করত। কার্পাস তুলা থেকে চরকায় সুতা কেটে হস্তচালিত তাঁতে বুনা এ শিল্পই ১৯১৭-১৮ সালের দিকে খাদি নামে পরিচিতি পায়। সুতার মান ভালো বলে এ অঞ্চলের খাদি কাপড়ের অনেক প্রসিদ্ধি ছিল। তখন কুমিল্লা, ফেনী ও চট্টগ্রামের জোরারগঞ্জ, বান্দরবান, রাঙ্গামাটিসহ বিভিন্ন অঞ্চলে কার্পাস তুলার প্রচুর চাষ হতো (www.comillaweb.com, 2020)।

তবে খাদি শিল্পকে সবার কাছে পরিচিত করতে এবং আনুষ্ঠানিক রূপ দিতে সবচেয়ে বেশি অবদান কংগ্রেস নেতা মহাত্মা গান্ধীর (Sivaiah, 2013)। ১৯২০ সালে মহাত্মা গান্ধীর ব্রিটিশবিরোধী অসহযোগ আন্দোলনের অনেক বিষয়ের মধ্যে অন্যতম একটি স্লোগান ছিল "বিদেশী কাপড় বর্জন ও দেশি কাপড় ব্যবহার"। গান্ধীজির এ অসহযোগ আন্দোলনের অনেক আগে কলকাতায়ও অল্পসংখ্যক খাদি কাপড় উৎপাদন হতো। ১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্তির পর কুমিল্লা শাখা থেকে সকল পৃষ্ঠপোষকতা প্রত্যাহার করে নেয়া হয়। ফলে এ শিল্পের বিপর্যয় নেমে আসে। তবে তা বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। ১৯৬০-১৯৬৮ সালের মধ্যে ড. আক্তার হামিদ খানের প্রচেষ্টা এবং তৎকালীন গর্ভনর ফিরোজ খান নুনের সহযোগিতায় কুমিল্লায় অভয়াশ্রম "দি খাদি

এন্ড কটেজ ইন্ডাস্ট্রিজ এসোসিয়েশন" প্রতিষ্ঠিত হয়। কুমিল্লা মহানগরী স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান অভয়াশ্রমের কর্মীদের প্রচেষ্টায় কুমিল্লায় আশেপাশের গ্রামগুলোতে হাতে কাটা সুতা ও হস্তচালিত তাঁতের ব্যবহার ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায় (Zakir, 2006)। পরবর্তীতে খাদির উৎপাদনে ডা. মৃগাঙ্ক কুমার বোস খাদি শিল্পের সঙ্গে যারা জড়িত তাদের সবাইকে সংগঠিত করার উদ্যোগ নেন। কেননা এ শিল্পের সাথে জড়িত সবাই ছড়ানো ছিটানো ছিল বিভিন্ন এলাকায়। অন্যদিকে ১৯৪৭ সালের দিকে চট্টগ্রামের প্রবর্তক সংঘ ভালো মানের খাদি তৈরি করে তাতে রং এর ছাপ দিয়ে কলকাতায় পাঠাতো। এছাড়া জোরারগঞ্জের খাদি যেত কলকাতায় এবং রাজশাহীর আত্রাই থেকে সংগ্রহ করা খাদির সুতা যেত কলকাতার বিরাট আশ্রমে। এভাবেই কুমিল্লা থেকে চট্টগ্রামসহ সমগ্র দেশে পর্যন্ত এক সময় খাদির উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ দেখা যায় (যুগান্তর, ২০১৬)।

খাদির মূল উৎপাদক ও ব্যবহারকারীরা ছিলেন মূলত আদিবাসী। তারাও শুধু নিজের প্রয়োজন মিটাতেই এ বুনন শিল্পকে আগলে রাখতেন। তাদের বিভিন্ন ধর্মীয় ও সামাজিক উৎসব ও ঋতুতে তারা এ কাপড় ব্যবহার করতেন। অনুষ্ঠান অনুযায়ী হতো এ কাপড়ের রং। এখনও এ অধিবাসীদের মধ্যে এ নিয়ম রীতির প্রচলন রয়েছে। এছাড়া এক সময় খাদি ব্যবহার করতেন সমাজের সৃজনশীল বা রুচিশীল ব্যক্তিরা। তখন খাদি কাপড়ের দামও ছিল অনেক কম। আর খাদি কাপড় মানেই পাঞ্জাবি, শাল, গামছা আর ধুতি। রংয়ের ক্ষেত্রে বেশিরভাগ সাদা বা হালকা রং এর। এখন সময়ের আবর্তে পূর্বের চিত্র পাল্টেছে। পোশাকে এসেছে বিভিন্নতা এবং বিচিত্রতা। দেশে খাদি কাপড়ের যে অবস্থান তা মূলত প্রয়াত শৈলেন্দ্রনাথ গুহের প্রচেষ্টার ফল। তার প্রতিষ্ঠান গ্রামীণ খাদির পণ্য ঢাকাসহ বিভিন্ন অঞ্চলে আজও সমাদ্রিত এবং ব্যাপক চাহিদা রয়েছে।

৪. প্রত্যয়গত ব্যাখ্যা ও গবেষণা সাহিত্য পর্যালোচনা

৪.১ প্রত্যয়গত ব্যাখ্যা

খাদি (Khadi) শব্দটি উত্তর ভারত এবং ভারতের মধ্যাঞ্চলে প্রদত্ত একটি প্রত্যয় (Tarlo, 2017)। খাদি অথবা খদ্দর হচ্ছে এক প্রকার ঐতিহ্যবাহী বস্ত্র (Srivastava, 2017)। হাতে কাটা সুতা, রেশম বা পশম অথবা দুয়ের সংমিশ্রনে বা যে কোন দুটির মিশ্রন থেকে হস্তচালিত তাঁত ব্যবহার করে তৈরি করা হয় খাদি বস্ত্র। খাদি কাপড় মূলত প্রাকৃতিক, হস্ত নির্মিত, প্রকৃতি বান্ধব, জৈব পচনশীল এবং অশোষিত তন্তু থেকে নির্মিত (Bajpai, 2015)। খাদি অনেক রকম হয়ে থাকে যেমন সুতি খাদি, পশম খাদি, মসলিন খাদি, রেশম খাদি, পলি বস্ত্র প্রভৃতি। খাদির সাথে সরাসরি সম্পর্ক রয়েছে তাঁতের।

তাঁত হচ্ছে হস্ত চালিত এক প্রকার যন্ত্র বিশেষ যার মাধ্যমে তুলা হতে উৎপন্ন সুতা থেকে কাপড় বোনা হয়। তাঁত বিভিন্ন রকমের হতে পারে, যেমন পিট লুম, চিত্তরঞ্জন, বেনারসি, জামদানি, কোমর তাঁত (Waist Loom) প্রভৃতি। সাধারণত তাঁত নামক যন্ত্রটিতে সুতা কুন্ডলী আকারে টানটান করে ঢুকিয়ে দেয়া হয়। লম্বালম্বি সুতাগুলোকে টানা এবং আড়াআড়ি সুতাগুলিকে পোড়েন বা বানা বলে। বাংলা তাঁত যন্ত্রে ঝোলানো হাতল টেনে সুতা জড়ানো মাকু (Spindle) আড়াআড়ি ছোটানো হয়। মাকু ছাড়াও তাঁতযন্ত্রের অন্যান্য প্রধান অংশগুলি হলো-সানা, নরাদ, বু (এক প্রকার লাল রং এর সুতা) প্রভৃতি।

৪.২ গবেষণা সাহিত্য পর্যালোচনা

বুনন শিল্প মানব সভ্যতার মতই প্রাচীন। হস্তশিল্পজাত বিভিন্ন পণ্যের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো খাদি বস্ত্র (Khan, 2013)। খাদি নামের সাথে জড়িয়ে আছে অতীত ইতিহাস। আর এ কারণে খাদির তাৎপর্য বর্ণনাতীত। প্রাচীনকালে হাতে কাটা সুতা দিয়ে বস্ত্র তৈরি সবার সাধারণ পেশা ছিল, মূলত সেই সব এলাকাতে যেখানে তুলা উৎপন্ন হতো (Haq, 1973)। হাতে কাটা সুতায় তৈরি মোটা কাপড় তথা খাদির বর্তমানে সমাপ্তির পূর্ব যুগ চলছে। কারণ যে কাপড় এক সময় আন্দোলনের প্রতীক হিসেবে ভূমিকা রেখেছে সেই খাদি বস্ত্র শিল্প আজ উন্নতির পরিবর্তে অবনতির দিকে যাচ্ছে (Gopinath, 2010)। খাদি শিল্প নানান সমস্যায় জর্জরিত যেমন যন্ত্রচালিত ফ্যাক্টরীতে উৎপন্ন বস্ত্রের সাথে হস্ত চালিত তাঁতে তৈরি খাদি বস্ত্র বাজারে প্রতিযোগিতায় টিকতে না পারা, শিল্পের প্রয়োজনীয় কাঁচামালের অভাব (Mishra, 2016), নিম্নমানের অবকাঠামো, অসম বন্টন ব্যবস্থা, অপর্যাপ্ত পুঁজি (Desai, 1983), অনুন্নত কর্ম পরিবেশ (Nair and Shitha, 2018), পণ্যের গুণগত মানের সমস্যা, দক্ষ কারিগরের অভাব, বিনিয়োগের অভাব, আধুনিক প্রযুক্তি, ব্রান্ডিং এবং শক্তিশালী মার্কেটিং সুবিধার সাথে পাল্লা দিয়ে হস্ত চালিত এসব প্রতিষ্ঠানের পণ্য টিকে থাকতে পারছেনা (Tithi, 2009)। কুমিল্লার খাদি শিল্প এর ব্যতিক্রম নয়।

কুমিল্লাসহ দেশের বেশিরভাগ তাঁতী এখনও স্বল্প উৎপাদনক্ষম Fly-Shuttle Pit Loom ব্যবহার করে তাদের উৎপাদন প্রক্রিয়া পরিচালনা করে। তাছাড়া খাদির ডিজাইন ও রং এর ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা রয়েছে। যদিও খাদি হাতে কাটা সুতা থেকে তৈরি তারপরও ক্রেতাদের চাহিদা অনুসারে খাদি আরও আধুনিক ফ্যাশনের হওয়া উচিত (Bajpai, 2015)।

এতসব সমস্যার ভিতরে থেকেও খাদি বস্ত্র প্রতিযোগিতা করে যাচ্ছে; খাদি শিল্পীদের অনেকেই এগিয়ে যাবার চেষ্টা করছে। যুগের সাথে তাল মিলিয়ে নতুন কিছু করার ভিতরেই এ শিল্পের বিকাশ সম্ভব (Aftab, 2011)। খাদি শিল্পীরা শুধু কাপড়ই তৈরি করে না এটি সাবলম্বী হওয়ার ক্ষেত্রও তৈরি করে, খাদি আত্মনির্ভাশীলতা তৈরি করে (Koulagi, 2015)। কাজেই এখনও এই শিল্পকে কেন্দ্র করে আমরা অনেক কিছু আশা করতে পারি, তবে এর জন্য দরকার হবে প্রয়োজনীয় পৃষ্ঠপোষকতা, সঠিক পরিকল্পনা এবং পরিকল্পনার যথার্থ বাস্তবায়ন।

৫. গবেষণা পদ্ধতি

গবেষণাটি প্রাথমিক উপাত্ত নির্ভর একটি উদঘাটনমূলক গবেষণা। গবেষণাটি কুমিল্লা জেলার দুটি উপজেলা চান্দিনা ও দেবিদ্বারের তিনটি গ্রাম বড়কামতা, বেলাশ্বর ও সোনাপুরকে কেন্দ্র করে পরিচালিত হয়েছে। যোগাযোগ সুবিধা এবং গবেষণার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অর্জনে সহায়ক বিবেচনা সাপেক্ষে গ্রামগুলোকে গবেষণা এলাকা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়।

৫.১ গবেষণা এলাকার (কুমিল্লা জেলার চান্দিনা ও দেবীদ্বার উপজেলা) মানচিত্র

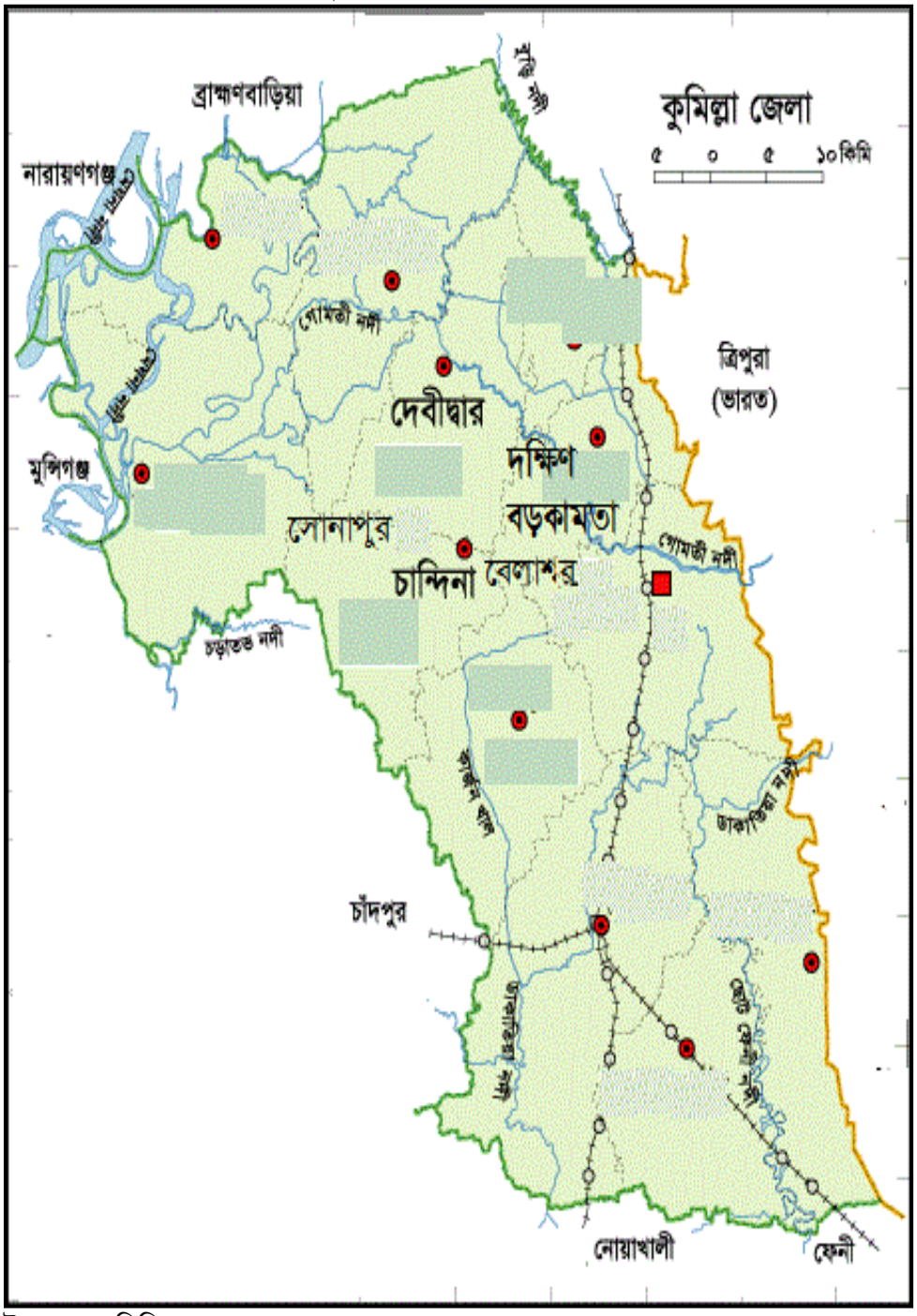

উৎস: বাংলাপিডিয়া, ২০০৩

গবেষণা এলাকা বেলাশ্বর ও বড়কামতায় বর্তমানে নিয়মিতভাবে এ পেশার সাথে জড়িত ২৭ জন তাঁতী বসবাস করে। আর সোনাপুরে মাত্র ১৮ জন নিয়মিত এ কাজে জড়িত। এ হিসাবে তিনটি গ্রামে তাঁতী এবং সুতা কাটুনী মিলে মোট ৪৫ জনকে গবেষণার সমগ্রক হিসেবে নির্বাচন করা হয়। গবেষণার সঠিকতা এবং পর্যাপ্ত তথ্য প্রাপ্তির যৌক্তিকতা বিবেচনায় গবেষণার উপাত্ত সংগ্রহের ক্ষেত্রে পুরো সমগ্রককে নমুনার আকার হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। অর্থাৎ ৪৫ জন থেকেই উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে। উপাত্ত সংগ্রহের ক্ষেত্রে পরিমাণগত ও গুণগত উভয় পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়েছে। পরিমানগত পদ্ধতির ক্ষেত্রে উদ্দেশ্যমূলক নমুনায়ন পদ্ধতি অনুসরণ করে সাক্ষাৎকার অনুসূচীর (Interview Schedule) মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ে উপাত্ত সংগ্রহ করা হয় এবং গুণগত পদ্ধতির ক্ষেত্রে কেইস স্টাডি কৌশল (Case Study Strategy) ব্যবহার করে উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়।

মাঠ থেকে সংগৃহীত অসংগঠিত উপাত্তগুলোকে যাচাই-বাছাই করে শ্রেণিকরণের মাধ্যমে সারণি তৈরির উপযোগী করা হয়েছে। এভাবে সঠিকতা, কোডিং, ট্যাবুলেশন ইত্যাদি প্রক্রিয়ায় মাঠ পর্যায়ে সংগৃহীত উপাত্তগুলোকে বিশ্লেষণের উপযোগী করা হয়েছে। উপাত্ত বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে গুণবাচক এবং পরিমাণবাচক উভয় প্রকার বিশ্লেষণ পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে এবং সংগৃহীত উপাত্তগুলো সারণি ও লেখচিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয়েছে।

৬. খাদি শিল্পের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষিত

খাদি শিল্প বাংলাদেশের বৃহত্তর বস্ত্র খাতে একটি বিশেষ স্থান দখল করে আছে। বিশেষ করে অপ্রাতিষ্ঠানিক খাত হিসেবে এই শিল্পে নিয়ুক্ত আছে অসংখ্য পুরুষ ও নারী, যাদের অক্লান্ত পরিশ্রমে টিকে আছে খাদি শিল্প। এই খাত আমাদের দেশের বিশাল জনগোষ্ঠীর জন্য কাজের সুযোগ তৈরি করে দিয়েছে। এই খাদিকে কেন্দ্র করে এখনও টিকে আছে অনেক পরিবার। খাদি শিল্পের পূর্ব গৌরব, শক্তিশালী আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষিত আজ অনেকটাই ম্লান হয়ে গেছে। এই শিল্পে নিয়োজিত খাদি শিল্পিদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা (পটভূমি) বিশ্লেষণ করার ভিতর দিয়ে বিষয়টি আরো স্পষ্টভাবে আমাদের সামনে প্রতিভাত হবে।

৬.১ উপাত্ত বিশ্লেষণ এবং আলোচনা

আলোচ্য প্রবন্ধের এই অংশে মাঠ পর্যায়ে সংগৃহীত উপাত্তসমূহ বিশ্লেষণের ভিত্তিতে খাদি শিল্পীদের (উত্তরদাতা) পটভূমি, খাদি শিল্পে আগমনের কারণ ও তাদের পেশাগত গতিশীলতা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

সারণি-৬.১.১: খাদি শিল্পীদের পটভূমি বিশ্লেষণ (জনমিতিক ও আর্থ-সামাজিক বৈশিষ্ট্য)

ক্র. নং	চলক	বৈশিষ্ট্য	শতকরা হার (%)
১.	বয়স	২১-৩০ বছর	৭.৫০
		৩১-৪০ বছর	৩০.০০
		৪১-৫০ বছর	৪০.০০
		৫১-৬০ বছর	১২.৫০
		৬১+ বছর	১০.০০
		মোট	**১০০.০০**
২.	লিঙ্গ	পুরুষ	৪৫.০০
		নারী	৫৫.০০
		মোট	**১০০.০০**
৩.	পরিবারের ধরণ	একক পরিবার	২২.৫০
		যৌথ পরিবার	৭৭.৫০
		মোট	**১০০.০০**
৪.	পরিবারের আকার	ছোট পরিবার (১-৪জন)	২.৫০
		মধ্যম পরিবার (৫-৮ জন)	৮০.০০
		বড় পরিবার (৮+)	১৭.৫০
		মোট	**১০০.০০**
৫.	শিক্ষা	নিরক্ষর	৭.৫০
		১ম শ্রেণি-৫ম শ্রেণি	৪২.৫০
		৬ষ্ঠ শ্রেণি-১০ম শ্রেণি	৩৫.০০
		এস.এস.সি	১৫.০০
		মোট	**১০০.০০**
৬.	মাসিক আয় (টাকা)	৫০০০ টাকা পর্যন্ত (অতি নিম্ন আয়)	২০.০০
		৫০০১-১০০০০ (নিম্ন আয়)	৪৭.৫০
		১০০০১-২০০০০ (মধ্যম আয়)	২৭.৫০
		২০০০১+ (উচ্চ আয়)	৫.০০
		মোট	**১০০.০০**
৭.	ধর্ম	মুসলিম	৩২.৫০
		সনাতন	৬৭.৫০
		মোট	১০০.০০
৮.	বাসস্থানের ধরন	পাকা বাড়ি	২.৫০
		কাঁচা বাড়ি	৫.০০
		সেমি পাকা বাড়ি	৩০.০০
		টিনের বাড়ি	৬২.০০
		মোট	**১০০.০০**

উৎস: মাঠ পর্যায়ে সংগৃহীত উপাত্ত

৬.২ খাদি শিল্পীদের পটভূমি

সারণি ৬.১.১ থেকে প্রাপ্ত উপাত্ত অনুসারে দেখা যায় খাদি শিল্পীদের ৭০% এর বয়স ৩১ থেকে ৫০ বৎসরের মধ্যে। উত্তরদাতাদের বেশিরভাগ (৭৭.৫০%) যৌথ পারিবারিক কাঠামোত অবস্থান

করছে। পরিবারের সদস্য সংখ্যা বা আকার অনুসারে উত্তরদাতাদের বিন্যাস করলে দেখা যায় আধিকাংশ খাদি শিল্পীদের পরিবারের সদস্য সংখ্যা ৫-৮ জনের মধ্যে অর্থাৎ মাঝারি পরিবারের অন্তর্ভুক্ত যাদের প্রায় ৭০% সনাতন (হিন্দু) ধর্মাবলম্বী। বাসস্থানের দিক পর্যালোচনা করলে দেখা যায় উত্তরদাতাদের বেশিরভাগেরই বাসস্থানের ধরন সেমিপাকা এবং টিনের তৈরি বাড়ি।

খাদি শিল্প কর্ম সরাসরি শ্রম নির্ভর অনানুষ্ঠানিক কর্মকাণ্ড বিধায় পারিবারিক শ্রমের প্রাধান্য এবং নারী শিল্পীদের অধিক মাত্রায় অংশগ্রহণ লক্ষনীয়। খাদি শিল্পীদের শিক্ষাগত অবস্থা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় এদের অধিকাংশ শিক্ষিত। প্রায় ৮০% উত্তরদাতাই স্কুলে পড়েছে। তবে অধিকাংশই স্কুলের গন্ডি অতিক্রম করতে সক্ষম হয়নি। তবে ১৫% উত্তরদাতা এস.এস.সি পাশ করার পর আর লেখাপড়া চালিয়ে যেতে সক্ষম হয়নি। লেখাপড়া করতে না পারার প্রধান কারণ অর্থনৈতিক এবং পেশাগত ব্যস্ততা। একেবারে অক্ষরজ্ঞান নেই এমন খাদি শিল্পী রয়েছে ৭.৫%, যাদের অধিকাংশ বয়স্ক জনগোষ্ঠীর অংশ।

উত্তরদাতাদের মাসিক আয়ের উপর প্রাপ্ত উপাত্ত থেকে দেখা যায় যে ২০% খাদি শিল্পী অতি নিম্ন আয়স্তরে অবস্থান করছে যাদের মাসিক আয় ৫০০০ টাকা পর্যন্ত। নিম্ন আয়ের পরিবার (৪৭.৫০%) যাদের মাসিক আয় ৫০০১-১০০০০ টাকা। ১৫% খাদি শিল্পী মধ্যম আয়ের অন্তর্ভুক্ত, যাদের মাসিক আয় ১০০০১-২০০০০ টাকা। বাকি ৫% খাদি শিল্পী উচ্চ আয় স্তরের অন্তর্ভুক্ত যাদের মাসিক আয় ২০,০০০$^{+}$ টাকা। মাসিক আয়ের উপাত্ত থেকে এই শিল্পে নিযুক্ত পরিবারগুলোর পরিবার পরিচালনার ক্ষেত্রে তাদের সংগ্রামী জীবনের চিত্র অনুমান করা যায়। বর্তমান পেশায় থেকে পরিবার পরিচালনা কঠিন হয়ে যাচ্ছে বিধায় খাদি শিল্পীদের অনেকেই তাদের প্রধান পেশার বাইরে অন্য পেশার সাথেও যুক্ত হয়েছে। যেমন ১৫% উত্তরদাতা এই কাজের পাশাপাশি নিয়মিত কৃষি কাজও করছে, ৭.৫% বস্ত্র উৎপাদনের পাশাপাশি বস্ত্র বিক্রির ব্যবসার সাথে যুক্ত। সংসার পরিচালনা কষ্টসাধ্য বিধায় উত্তরদাতাদের ৫% প্রধান পেশা খাদি বস্ত্র তৈরির পাশাপাশি মুদি ব্যবসাকে অ-প্রধান পেশা হিসেবে গ্রহণ করেছে। উত্তরদাতাদের প্রায় সবাই নিজের বাড়িতে থেকে অনিয়মিতভাবে হলেও অল্পবিস্তর কৃষির উপর নির্ভর করে তাদের মূল পেশায় সম্পৃক্ত থেকে কোনভাবে জীবন অতিবাহিত করছে। যাদের আয় অপেক্ষাকৃত বেশি তারাও এই পেশার ভবিষ্যৎ নিয়ে সন্দিহান। বিশেষ করে তাদের পরবর্তী প্রজন্মকে নিয়ে।

৬.৩ খাদি শিল্পে আগমন এবং এই পেশা পরিবর্তনের কারণ

লেখচিত্র ৬.৩.১ খাদি শিল্পে আগমনের কারণ অনুসারে উত্তরদাতাদের বিন্যাস

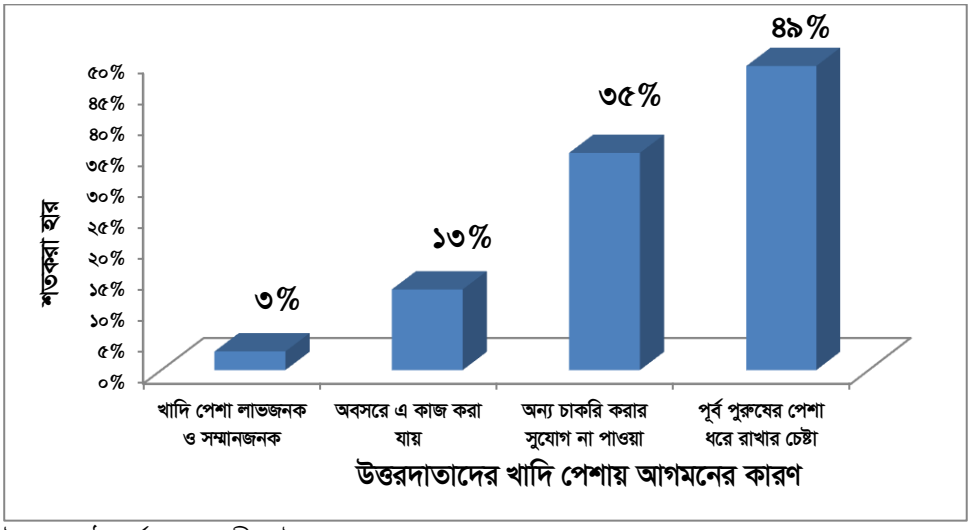

উৎস: মাঠ পর্যায়ে সংগৃহীত উপাত্ত

উপরের লেখচিত্র ৬.৩.১ অনুসারে দেখা যায় ৪৯% উত্তরদাতা খাদি শিল্পে আগমনের ক্ষেত্রে পূর্ব পুরুষের পেশাকে কারণ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। ঐতিহ্যবাহী এই শিল্প কর্মে দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা বিশেষ মূলধন যেটিকে তারা বাঁচিয়ে রাখতে চায়। যা বংশ পরম্পরায় অর্জিত হতে থাকে। অপর দিকে এটি এই পেশার প্রতি তাদের একটি প্রতিশ্রুতি। ৩% উত্তরদাতা মনে করেন এ পেশা সম্মানজনক ও লাভজনক। তাই তারা এ পেশা বেছে নিয়েছেন। উত্তরদাতাদের ৩৫% মনে করেন তাদের পক্ষে অন্য কাজ বা চাকরি সুযোগ নেই বলে এ পেশা গ্রহণ করেছেন। অন্যদিকে ১২.৫% উত্তরদাতা অবসরে কাজ করার সুবিধার কথা চিন্তা করে এ পেশায় এসছেন।

বংশ পরম্পরায় করে আসা খাদি বস্ত্রের কাজ ছেড়ে ভিন্ন পেশায় যেতে ইচ্ছুক কিনা? এই প্রশ্নের উত্তরে ৫২.৫০% উত্তরদাতা পেশা পরিবর্তন করতে ইচ্ছুক বলে মতামত প্রদান করেছে। বর্তমান পরিস্থিতিতে এই পেশা ধরে রাখার চাইতে অন্য যেকোন উপায়ে স্বচ্ছলভাবে বেচে থাকার সংগ্রামকে প্রাধান্য দিচ্ছে এই খাদি শিল্পীরা। ফলে খাদি শিল্পীদের অনেকেই এই কাজ ছেড়ে দিচ্ছে এবং ভিন্ন পেশা গ্রহণ করছে। এছাড়া এই পেশাকে এখন আর লাভজনক পেশা হিসেবে বিবেচনা করতে চান না অনেক খাদি শিল্পী। অপরদিকে নতুন এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে অনিশ্চয়তায় ফেলতে চান না তারা।

অন্যদিকে ৪৭.৫০% উত্তরদাতা এ পেশা পরিবর্তন করতে চান না, তাদের উত্তরের স্বপক্ষে যুক্তিগুলো হলো-

বয়স ও দক্ষতার বিবেচনায় এখন অন্য কোন কাজ করার যোগ্যতা তাদের নেই, অন্য কাজ না পাবার ভয়, পূর্ব পুরুষের পেশার প্রতি প্রতিশ্রুতি ও শ্রদ্ধাবোধ, অবসরে এ কাজ করা যায়, নিজ গ্রামে থেকে বাড়িতে বসে করার মত সম্মানজনক অন্যকোন কাজ নেই।

পেশা পরিবর্তনের পক্ষে বিপক্ষে উভয় দিকের মতামতে যুক্তি থাকলেও ঐতিহ্যবাহী এই পেশা পরিবর্তন করে নতুন পেশা গ্রহণ করার ধারাটিই যেন দিন দিন অধিক শক্তিশালী হতে চলেছে যা খাদি শিল্পের অস্তিত্বের ক্ষেত্রে একটি নেতিবাচক ইঙ্গিত।

৬.৪ নতুন প্রজন্মের খাদি পেশা গ্রহণের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত

লেখচিত্র ৬.৪.১ নতুন প্রজন্মের খাদি পেশায় আগমণের ইচ্ছার বিন্যাস

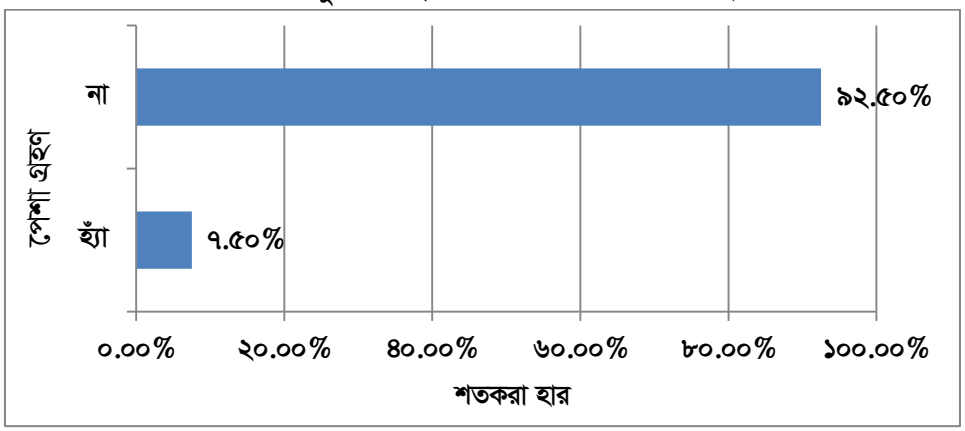

উৎস: মাঠ পর্যায়ে সংগৃহীত উপাত্ত

লেখচিত্র ৬.৪.১ অনুসারে দেখা যাচ্ছে উত্তরদাতাদের ৯২.৫০% তাদের সন্তানদেরকে খাদি বস্ত্র তৈরি কাজে সম্পৃক্ত করতে চান না। সন্তানদের মতামতও একই রকম। অর্থাৎ তারা ভিন্ন পেশা গ্রহণ করতে ইচ্ছুক। ঐতিহ্যবাহী এই পেশার প্রতি তাদের আগ্রহ খুবই কম। তাদের ছেলে-মেয়েরা লেখাপড়া করে বড় চাকরি করবে, সরকারি কর্মকর্তা হবে সেটা তাদের অনেকের স্বপ্ন। উত্তরদাতাদের অনেকে মনে করেন, এ পেশায় অনেক পরিশ্রম ও ধৈর্য্যের প্রয়োজন। বর্তমান প্রজন্মের সে ধৈর্য্য এবং পরিশ্রম করার মানসিকতা নেই, তাছাড়া এই প্রজন্মের সন্তানদের বর্তমান বাস্তবতার প্রেক্ষিতে খাদি সংস্কৃতির সাথে সম্পৃক্ততা কম, কোন কোন ক্ষেত্রে নেই বললেই চলে। এসব কারণে তারা এ পেশার প্রতি আগ্রহী নয়। অনেকে আবার সন্তানদেরকে বিদেশে পাঠানোর জন্য প্রাতিষ্ঠানিকভাবে বিভিন্ন প্রকার কারিগরি প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন। কেননা বিদেশ গমন সহজ এবং কাজ করে ভালো অর্থ উপার্জন করতে পারবে সে নিশ্চয়তা আছে। খাদি শিল্পের কোন ভবিষ্যত নেই। এ কাজ করে সংসার চালানো প্রায় অসম্ভব। এই পেশায় থাকলে ভবিষ্যতে না খেয়ে থাকতে হবে বলে অনেকে মনে করেন। এই শিল্পের বর্তমান পরিস্থিতি ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার কথা বিবেচনা করে তারা চান না তাদের সন্তানরা এ পেশায় আসুক।

অন্যদিকে যেসকল উত্তরদাতা চান যে তাদের সন্তানরা এ পেশায় আসুক তাদের মতে, এ পেশা তাদের ঐতিহ্য। যে ঐতিহ্য তাদের বংশ পরম্পরায় সবার ধরে রাখা কর্তব্য। আর এ পেশা যদি তাদের সন্তানরা না ধরে তাহলে এ কাজের সাথে যেসব কর্মী বা পেশাজীবীরা সম্পৃক্ত আছে তারা ক্ষতিগ্রস্থ হবে। তাই তারা চান এসমস্ত কারিগর বা পেশাজীবীদের বিপদ থেকে উদ্ধার করার জন্য হলেও তাদের পরবর্তী প্রজন্মের এ পেশায় আসা উচিত।

খাদি শিল্পীদের পেশাগত গতিশীলতার বিষয়টি পর্যবেক্ষণ করে দেখা গেছে যারা সাম্প্রতিক কালে পেশা পরিবর্তন করেছে অর্থাৎ ভিন্ন পেশায় (ব্যবসা, প্রাতিষ্ঠানিক শিল্পকর্মে কাজ করা, নিম্নমানের চাকরি করা) সম্পৃক্ত হয়েছে তাদের অনেকের অর্থনৈতিক অবস্থা তাদের পূর্বের অবস্থা থেকে উন্নতির দিকে।

খাদি সেক্টরে কর্মরত পেশাজীবীদেরকে Employment Generation এর নাম দিয়ে অন্য পেশায় গমনকে সীমাবদ্ধ করা হচ্ছে। Employment Generation হলো পেশাগত প্রজন্ম। অর্থাৎ আরেকটা একই পেশাজীবী প্রজন্ম তৈরি করা যা মূলত পারিবারিকভাবে ছাড়া অন্যভাবে তেমন সম্ভব নয়। কিন্তু বাংলাদেশ তথা কুমিল্লার খাদি শিল্পের সাথে জড়িত পেশাজীবীদের মধ্যে সামাজিক গতিশীলতার খোলা ব্যবস্থা (Open system) বিদ্যমান। যে ব্যবস্থায় পদমর্যাদা পরিবর্তনের অবাধ সুযোগ রয়েছে।

কুমিল্লার খাদি শিল্পের সাথে জড়িতদের পরবর্তী প্রজন্মের মধ্যে পেশা পরিবর্তনের ফলে অনেক ক্ষেত্রে উর্ধ্বমূখী গতিশীলতা পরিলক্ষিত হচ্ছে। এতে করে খাদি শিল্পের সাথে সম্পৃক্ত পরবর্তী প্রজন্মের উন্নতি ঘটলেও সামগ্রীকভাবে এই শিল্পের কোন উন্নতি হচ্ছে না বরং ঐতিহ্যবাহী এই শিল্প বিলুপ্ত হবার অপেক্ষায়। এক্ষেত্রে খাদি শিল্পের সংকটাবস্থা এবং বিভিন্ন সমস্যাই মূখ্য ভূমিকা পালন করেছে।

৭. খাদি শিল্পের সমস্যা

সার্বিক অবস্থা পর্যালোচনা করে দেখা যায় বর্তমানে বাংলাদেশ তথা কুমিল্লার খাদি বস্ত্রশিল্প খাত ক্রমশ নিম্নমুখী ধারায় এগিয়ে যাচ্ছে। খাদির প্রযুক্তিগত উন্নয়নের মাত্রা অত্যন্ত ধীরগতি সম্পন্ন (Amber and Lad, 2017) যেখানে দিন দিন ক্রেতাদের রুচির পরিবর্তন হচ্ছে এসবের সাথে তাল মিলিয়ে খাদি শিল্পকে আধুনিকায়ন ও পৃষ্ঠপোষকতার মাধ্যমে বিশেষ রূপ প্রদান করার কথা (Scouller, 1999), সেখানে হস্ত শিল্পজাত বস্ত্রের উন্নয়নে বিশেষ কোন ভূমিকাই গ্রহণ করা হচ্ছে না। খাদি বস্ত্রে নতুনত্ব আনয়ন তথা এর উন্নয়নে বিশেষ কোন গুরুত্ব নেই এবং এ পেশার সাথে জড়িত পেশাজীবী তথা শিল্পীদের নানামুখী মৌলিক চাহিদাগুলো পর্যন্ত পূরণ করা হচ্ছে না। কাজেই কুমিল্লার ঐতিহ্যবাহী খাদি বর্তমানে প্রায় বিলুপ্ত বললেও অত্যুক্তি হবে না।

খাদি বস্ত্র শিল্পীরা উৎপাদন প্রক্রিয়া পরিচালনার ক্ষেত্রে অনেক ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হয়ে থাকে। যেমন- মানসম্মত কাঁচামালের অভাব, সরকারী পৃষ্ঠপোষকতার অভাব, পণ্যের প্রচারনা না থাকা, সাংগঠনিক অক্ষমতা, পুঁজির অভাব, উন্নত প্রযুক্তির সাথে প্রতিনিয়ত প্রতিযোগিতা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য (Gosh & Akter, 2005)।

বর্তমানে বিলুপ্তপ্রায় ঐতিহ্যবাহী কুমিল্লার খাদি শিল্পের বিভিন্ন সমস্যা সংক্রান্ত উপাত্তসমূহ বিশ্লেষণ করলে অনেক ধরনের সমস্যা নির্দিষ্ট করা যায়। উত্তরদাতাদের খাদি শিল্পের সমস্যাসমূহ চিহ্নিত করা সাপেক্ষে নিম্নে উল্লিখিত ১০টি সমস্যাকে তাদের মতামত অনুসারে সর্বোচ্চ হারের উপর নির্ভর করে গুরুত্বের ক্রমানুসারে উপস্থাপন করা হল-

কুমিল্লার খাদি শিল্পের প্রধান সমস্যাসমূহ

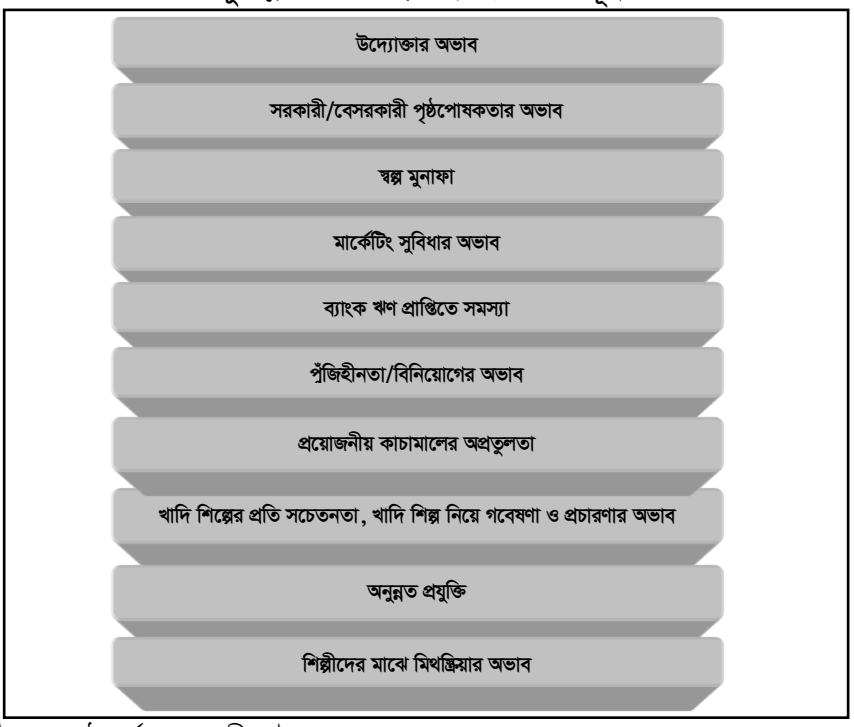

উৎস: মাঠ পর্যায়ে সংগৃহীত উপাত্ত

উপরিল্লিখিত সমস্যাগুলোর মধ্যে উদ্যোক্তার ও পৃষ্ঠপোষকতার অভাবকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়েছে খাদি শিল্পীরা। কারণ এই দুটি সমস্যার সমাধান হলে বাকী সমস্যাগুলোরও সমাধানের পথও সুগম হবে বলে মনে করেন কুমিল্লার খাদি শিল্পীরা। উপরে উল্লেখিত সমস্যাগুলি সরাসরি খাদি শিল্পের সাথে সম্পর্কিত এসব সমস্যার বাইরে খাদি শিল্পীদের স্বাস্থ্যগত সমস্যাগুলোও শিল্পের অন্তরায় হিসেবে কাজ করছে।

৭.১ খাদি শিল্পীদের স্বাস্থ্যগত সমস্যা

খাদি শিল্পীদের স্বাস্থ্যগত বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উৎপাদনের সাথে সম্পৃক্ত খাদি কারিগর বা শিল্পীরা যদি সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হয় তাহলে তারা তাদের প্রতিষ্ঠানের জন্য উৎপাদনক্ষম ও কার্যকরী ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে এবং একটি স্বাস্থ্যকর পরিবার কাঠামো গড়ে উঠবে (Koiri, 2020)। খাদি শিল্পীদের স্বাস্থ্যগত অবস্থা পর্যবেক্ষণ করতে গিয়ে দেখা গেছে উত্তরদাতাদের মধ্যে ৯০% বিভিন্ন রকম ব্যাথার অভিযোগ করেছে (দেখুন লেখচিত্র ৭.১.১)। তাদের মধ্যে ৪৫% উভয় হাতে এবং ৩৫% নিয়মিত কোমর ব্যাথার কথা উল্লেখ করেছে যা তাদের নিয়মিত কাজকে বাধাগ্রস্থ করে। ৩০% উত্তরদাতা মনে করে তাদের দৃষ্টিশক্তি ক্রমশ কমে যাচ্ছে। উত্তরদাতাদের ১৫% এর হাঁপানী, ১২.৫% এর অর্শ্ব বা পাইলস্ এর সমস্যা রয়েছে। সারাক্ষণ শব্দের মধ্যেই কাজ করতে হয় এসব খাদি শিল্পীদের যার ফলে প্রতিদিন কাজের শেষে যখন তারা

ঘরে ফিরে যায় তখন প্রায়ই কিছু সময়ের জন্য শ্রবণশক্তি সঠিক ভাবে কাজ করে না। ৫% উত্তরদাতা মনে করেন পূর্বের তুলনায় বর্তমানে শ্রবণ শক্তি অনেক কমে গেছে। ২.৫% এর মেরুদন্ডে সমস্যা দেখা দিয়েছে যার কারণে স্বাভাবিক চলাফেরা, উঠা-বসায় সমস্যা হচ্ছে যা উৎপাদন প্রক্রিয়াকে বাধগ্রস্থ করছে।

লেখচিত্র ৭.১.১ খাদি শিল্পীদের স্বাস্থ্যগত সমস্যা

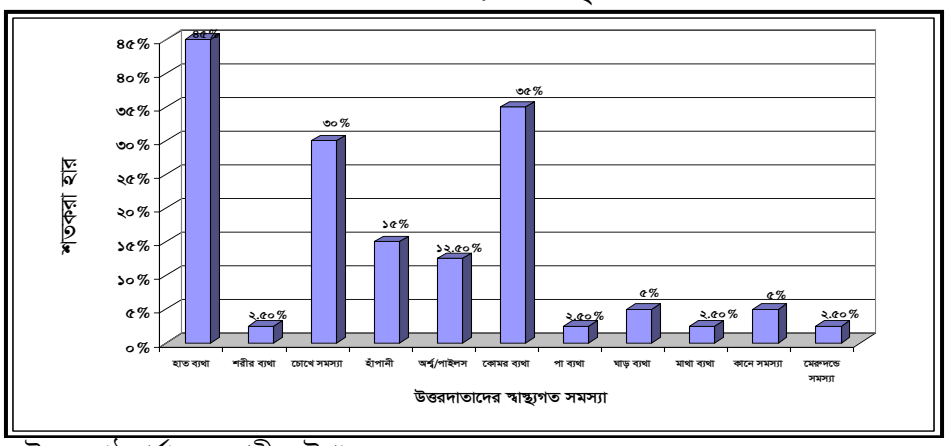

উৎস: মাঠ পর্যায়ে সংগৃহীত উপাত্ত

এ পেশার সাথে সম্পৃক্ত জনগোষ্ঠীর বেশির ভাগ অর্থনৈতিক ভাবে খুবই দুর্বল। তারা অপেক্ষাকৃত নিম্নমানের পরিবেশে বসবাস করে এবং সুবিধা বঞ্চিত। জরাজীর্ণ গৃহ পরিবেশে, স্বল্প স্থানে এক প্রকার ঠাসাঠাসি করেই তারা সুতা কাটা এবং তাঁতে বোনার কাজ করে। কর্মস্থলে থাকে না পর্যাপ্ত আলো বাতাসের ব্যবস্থা। তাছাড়া তাদেরকে ঘন্টার পর ঘন্টা একটানা বসে কাজ করতে হয়, পর্যাপ্ত এবং প্রয়োজনীয় খাবার গ্রহণে অক্ষম, চিকিৎসা করাতে পারে না। খাদি বস্ত্র শিল্পীদের কাজের প্রকৃতি, ধরন এবং সামাজিক অবস্থানগত কারণে বিভিন্ন প্রকার রোগব্যাধী থেকে পুরোপুরি সেরে উঠতে পারে না, ফলে এসমস্ত খাদি শিল্পীরা দীর্ঘ মেয়াদী জটিল ও কঠিন রোগে আক্রান্ত থাকে।

খাদি শিল্পের সাথে সম্পৃক্ত সমস্যাগুলোর পাশাপাশি খাদি শিল্পীদের স্বাস্থ্যগত সমস্যাগুলোর কথা বিশেষ বিবেচনায় রেখে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা জরুরী, যাতে করে এই শিল্পের অস্তিত্ব বিপন্ন না হয়। কেননা কুমিল্লার খাদি তথা খদ্দর শিল্পের একটা শক্তিশালী পটভূমি রয়েছে (Raha, 2010)। এই শক্তিশালী পটভূমি আরো শক্তিশালী হবে যদি এই শিল্পে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গ রোগমুক্ত এবং সু-স্বাস্থ্যের অধিকারী হয়।

সরকার প্রণীত বস্ত্রনীতিগুলোর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি নীতিমালাও যদি কার্যকর করা যেতো তাহলে হয়তো খাদি শিল্প এতটা ক্ষতিগ্রস্থ হত না। বিশেষ করে সরকারী উদ্যোগ এবং ব্যক্তিকেন্দ্রিক উদ্যোগ এর অভাবেই খাদি শিল্প দিন দিন রুগ্ন হচ্ছে, খাদি শিল্পীরাও আর্থিক এবং স্বাস্থ্যগত ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে।

প্রবন্ধের এই পর্যায়ে কুমিল্লার খাদি শিল্পের সার্বিক অবস্থার উপর একটি কেইস স্টাডি উপস্থাপন করা হল।

৭.১.১ কেইস স্টাডি: আরেকজন শৈলেন গুহ খুব দরকার

চিন্তাহরণ দেবনাথ, বয়স-৬২, ১৯৭৪ সাল থেকে তিনি এ পেশার সাথে জড়িত। বর্তমানে নিজ বাড়িতে দুটি তাঁত আছে। ছোটবেলা থেকেই তিনি এ কাজ করা শুরু করেন। তার বাবা মারা যাবার পর থেকে নিজেই এ দায়িত্ব পালন করে আসছেন। আগে তিনিই সুতা কাটুনী দিয়ে ঘরে সুতা কাটতেন। তখন ব্যবসার ভরপুর মৌসুম ছিল। কিন্তু এখন বিভিন্ন এলাকার সুতা কাটুনীদের মাধ্যমে সুতা কাটিয়ে আনেন। পূর্বের তুলনায় সুতার মানও কমে গেছে বলে তিনি বলেন। কারণ বর্তমানে ভালো তুলা পাওয়া যাচ্ছে না। ফলে, চরকার মাধ্যমে তৈরি সুতা দিয়ে কাপড় বোনার কারণে সেটি মানসম্মত হচ্ছে না।

তিনি আরো বলেন-"মাহাত্মা গান্ধী মূলত শৈলেনগুহের মাধ্যমেই কুমিল্লায় খাদির প্রচার করেছেন।" তখনকার সময়ে এ অঞ্চলে গরীব মানুষের সংখ্যা বেশি ছিল। তখন দলবেধে সবাই এ কাজের সন্ধান পেয়ে এ পেশা গ্রহণ করেছে এবং জীবীকা নির্বাহ করেছে। কিন্তু বর্তমানে গ্রামাঞ্চলে গরিব মানুষের সংখ্যা কমে যাচ্ছে। পাওয়ার লুম ভিত্তিক প্রতিষ্ঠান তৈরির কারণে মানুষ এ সমস্ত শিল্পকারখানায় কাজ করতে চলে গেছে। চিন্তাহরণ বাবু বলেন, এ পেশায় যদি পারিশ্রমিক বেশি থাকত তাহলে এ দশা হতো না। তিনি বলেন-এক সময় দরিদ্র নারীরা দিনে ১০-১৫ টাকা পেলে সন্তুষ্ট থাকতো। কারণ সে সময় অন্য কোন উপার্জনের ব্যবস্থা ছিল না। আর এখন ভিক্ষা করলেও দিনে ২০০ থেকে ৩০০ টাকা পাওয়া যায়। তিনি বলেন — যারা পূর্ব থেকে এ পেশায় ছিল তাদের অনেকেই ছেলেমেয়েদেরকে পড়াশুনা করিয়ে এ পেশায় আনতে চায় না এবং ছেলে মেয়েরাও বাবা-মায়ের কষ্ট দেখে এ পেশার প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছে। ভারতে যেভাবে খাদির উন্নয়নে সরকার ভূমিকা পালন করেছে সেটা বাংলাদেশে সম্ভব হয়নি। প্রধান সমস্যা হচ্ছে তুলা, তথা অন্যান্য কাঁচামাল সময়মত না পাওয়া। দেশে বিভিন্ন মিল কারখানার মালিকরা অগ্রীম টাকা দিয়ে রাখে তুলা নেয়ার জন্য কিন্তু খাদি কারিগরদের বা শিল্পীদের বড় মাপের পুঁজি না থাকার কারণে এই ধরনের সুবিধা থেকে তারা বঞ্চিত।

খাদি শিল্পীরা এ মুহূর্তে তৈরি কাপড় কম দামে বিক্রি করতে বাধ্য হচ্ছেন। এর ফলে কর্মীদেরকে প্রকৃত মজুরি দিয়ে রাখা সম্ভব হচ্ছে না। সব খরচপত্র বাদ দিয়ে তিনি মাস শেষে ১০ থেকে ১২ হাজার টাকার মত আয় করেন। এই টাকা দিয়ে সংসার চালাতে হিমশিম খেতে হয় বলে তিনি জানান। এরকম দুরবস্থার কারণে গত কয়েক বছরে শত শত সুতা কাটুনী ও তাঁতী এ পেশা ছেড়ে দিয়েছে। সব পেশাজীবীরা চেয়েছিলেন সরকারীভাবে খাদিকে একটি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়া হলে সেখানে হাজারো লোকের কর্ম সংস্থান হতে পারত। যদি কোন উদ্যোক্তা তৈরি হয় তাহলে অনেক সুবিধা পাওয়া সম্ভব। এখনো প্রচুর লোক আছে যারা কাজের সুযোগ পেলে এ পেশায় আবার যোগ দিবে। তাছাড়া দেশের বেকার সমস্যা সমধানেও এটি একটি ভালো উদ্যোগ হবে বলে তিনি মনে করেন। তাদের পর আর কোন প্রজন্ম এ পেশাকে টিকিয়ে রাখতে পারবে না যদি না এখনই পর্যাপ্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা না হয়। তাই চিন্তাহরণ দেবনাথ বলেন-খাদিকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য সরকারের আন্তরিক সহযোগিতা প্রয়োজন এবং পাশাপাশি আমাদের আরেকজন শৈলেনগুহের মত উদ্যোক্তা খুব দরকার।

৮. খাদি শিল্পের সমস্যা সমাধান কল্পে কিছু সুপারিশমালা

গবেষণা প্রাপ্ত গুণগত ও পরিমাণগত উপাত্ত থেকে বিলুপ্তপ্রায় কুমিল্লার খাদি শিল্পের বিভিন্ন রকম সমস্যা যেমন উঠে এসেছে, অপরদিকে এই সমস্ত সমস্যার সমাধানের পথও বেরিয়ে এসছে। কাজেই সমস্যাসমূহ সমাধান কল্পে নিম্নে বর্ণিত সুপারিশগুলো তুলে ধরা হল।

(১) নির্দিষ্ট সময়ে সঠিক মূল্যে পর্যাপ্ত কাঁচামাল সরবরাহ নিশ্চিত করা। (২) স্বল্প সুদে সরকারি ও বেসরকারি ব্যাংক এবং বিভিন্ন অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান, এনজিও থেকে সহজ ঋণ প্রাপ্তির ব্যবস্থা করা। (৩) হস্তশিল্পের উন্নয়নের ক্ষেত্রে সরকারী পৃষ্ঠপোষকতার পর্যাপ্ত ব্যবস্থা করা। (৪) খাদি শিল্পকে সরকারী আওতায় এনে কারখানা কেন্দ্রিক উৎপাদন ব্যবস্থা প্রণয়ন করা। (৫) খাদি শিল্পীদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা ও দক্ষ কারিগর তৈরির জন্য সারা বৎসর কাজের মনিটরিং এর ব্যবস্থা করা। (৬) এই শিল্পখাতকে নতুন কর্মসংস্থানের/বিনিয়োগের ক্ষেত্রে হিসেবে চিহ্নিত করা। (৭) কাপড়ের মার্কেটিং সুবিধা বৃদ্ধি, বিজ্ঞাপন ব্যবস্থা, এবং জনগণের মধ্যে ব্যাপক সচেতনতা তৈরি করা। (৮) প্রচারণার জন্য দেশের বিভিন্ন জেলায়, বৎসরের বিভিন্ন সময়ে বাণিজ্য মেলা ও বস্ত্র মেলার আয়োজন করা। (৯) খাদি শিল্পের সমস্যাগুলো নিয়ে বাস্তবসম্মত গবেষণা করা এবং সমস্যাসমূহ সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করা এবং সমাধানের পথ খুজে বের করা। এসবের পাশাপাশি ১৯৯৫ সনের প্রস্তাবিত বস্ত্রনীতির নীতিমালাগুলো সঠিক বাস্তবায়নের মাধ্যমে কুমিল্লার খাদি শিল্পের উন্নতি কল্পে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে। যা এই শিল্পের অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখতে সাহায্য করবে এবং ভবিষ্যতে সম্ভাবনার দার উন্মোচন করবে।

৯. উপসংহার

খাদি এবং চরকা এখন পর্যন্ত বাস্তব এবং টেকসই অর্থনীতির যোগান দিতে সক্ষম যদি আমরা এটিকে পর্যাপ্ত সুযোগ সুবিধা প্রদান করি। খাদ্য উৎপাদনের জন্য শত শত হেক্টর জমি পুনরুদ্ধার করতে সাহায্য করতে পারে খাদি। মিলে যে কাপড় তৈরি হয় তার জন্য যে তুলা প্রয়োজন সে তুলা উৎপাদনে অতিরিক্ত উর্বর ভূমি এবং কৃষি কেমিক্যাল প্রয়োগ প্রয়োজন। কিন্তু চরকার তৈরি সুতার ক্ষেত্রে এত উর্বর ভূমিতে উৎপাদিত তুলা প্রয়োজন হয় না। তাছাড়া এ তুলা উৎপাদনের জন্য কম উর্বর, পরিত্যক্ত ভূমি হলেই যথেষ্ট এবং কোন প্রকার কেমিক্যালের প্রয়োজন হয় না। একটি দেশ বস্তুগত সম্পদ এবং বুদ্ধিগত উভয় ক্ষেত্রে দরিদ্র থেকে যায় যদি না সে দেশের হস্তশিল্প এবং ক্ষুদ্রশিল্পে উন্নয়ন না করে সব পণ্য বাইরে থেকে আমদানী করে অলস জীবন-যাপন করে (www.mkgandhi-sardaya.org)। বাংলাদেশে হস্ত শিল্পে এবং ক্ষুদ্র শিল্প বিকাশ দেশের অর্থনীতিতে যুগান্তকারী অধ্যায়। বর্তমানে তৈরি পোশাক শিল্প সেক্টর যেভাবে দেশের GDP বৃদ্ধিতে ভূমিকা পালন করছে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পও সে ধরনের ভূমিকা রাখতে সক্ষম। তবে তৈরি পোশাক শিল্প খাতের মত কুটির শিল্পে বিশেষ পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে তা সম্ভব হচ্ছে না। আর কুটির শিল্পের অন্যতম অংশ বাংলার খাদি শিল্পের অবস্থা আরো নাজুক। যদিও খাদি শিল্প বর্তমানে দুর্বল অবস্থানে থাকলেও এটি দরিদ্রতা নিরসনে এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে বিশেষ ভূমিকা রাখতে পারে। হস্তচালিত শিল্পে স্বল্প বিনোয়োগের সুযোগ আছে। স্বল্প মানের একটি বিনিয়োগেই একজন বেকার ব্যক্তিকে স্বাবলম্বী করতে পারে, যেখানে যন্ত্রচালিত তাঁত এর ক্ষেত্রে

বড় মানের বিনিয়োগ করতে হয় (Islam and Lina, 2015)। পাশাপাশি দেশের বাইরে দেশের সুনাম বৃদ্ধি, বাণিজ্যের ভারসাম্য আনয়ন, জীবন জীবীকার মান ও সারা দেশে টেকসই উন্নয়ন আনয়নে ভূমিকা পালন করতে সক্ষম। কিন্তু জাতীয় এবং বৈশ্বিক উচ্চ প্রযুক্তিনির্ভর শিল্পের সাথে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে পারছে না হস্তজাত খাদি বস্ত্র শিল্প। তবে বাংলাদেশের হস্তচালিত তথা খাদি শিল্পের অবস্থান একেবারে সবটাই হতাশাজনক নয় (Latif, 1997)। এখনও এই শিল্পকে কেন্দ্র করে অনেক কিছু আশা করা যায়। এক্ষেত্রে খাদি শিল্প থেকে সর্বোচ্চ অর্থনৈতিক সুবিধা পেতে হলে সরকারী উদ্যোগে সমস্যাগুলোর যেমন-কাঁচামালের সমস্যা, আধুনিক প্রযুক্তির অভাব, অর্থনৈতিক সহযোগিতার অভাব, দক্ষ শ্রমিক তৈরি, মার্কেটিং সুবিধা নিশ্চিত করা, প্রচারণার অভাবসহ বিভিন্ন সমস্যাগুলোর স্থায়ী সমাধান করা। কুমিল্লার খাদি শিল্পকে বাঁচাতে হলে গুরুত্বপূর্ণ হলো উদ্যোক্তা সৃষ্টি। কেননা আজ পর্যন্ত যতটুকু খাদি শিল্প টিকে আছে তা সম্ভব হয়েছে উদ্যোক্তার কারণেই। যদি সরকারী উদ্যোগে তরুণ সমাজকে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে উৎসাহী করা হয় উদ্যোক্তা সৃষ্টিতে তাহলে খাদি শিল্পে পুনরায় প্রাণচাঞ্চল্য ফিরে আসতে পারে। এতে করে কাজ ফিরে পাবে অসংখ্য খাদি শিল্পী। যদিও কুমিল্লার ঐতিহ্যবাহী খাদি শিল্পের পুনর্জাগরণে এখন পর্যন্ত বিশেষ কোন প্রকার পদক্ষেপ নেয়ার কথা জানা যায়নি। তাই, বাংলাদেশ সরকার এ শিল্প খাতকে বাংলাদেশের গর্ব হিসেবে টিকিয়ে রাখার ক্ষেত্রে বাস্তব সম্মত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে। সুপরিকল্পিত নীতিমালা প্রণয়ন ও এসব নীতিমালার সঠিক বাস্তবায়নই হবে বিলুপ্তপ্রায় খাদি শিল্পকে পুনর্জীবিত করার অন্যতম উপায়।

গ্রন্থপঞ্জি

Ahmed, M.U. 1999. "Development of Small-Scale Industries in Bangladesh in the New Millennium: Challenges and Opportunities". *Asian Affairs*. Vol. 21, No.1.

Bajpai, Neeraj. 2015. "Mahatmas Legacy: Khadi Sales Spike, Fibre Not Cheap Anymore." Pp. 1-2.

Desai, Vasant. 1983. "Problems and Prospects of small scale industries India." Himalaya Publishing House. Bombay.

Gopinath, P. 2010. "Wages, Working Conditions & Socio-Economic Mobility of Spinners and Weabers in the Unorganized Khadi Industry: Findings from a Survey in India." *The Indian Journal of Labour Economics*, November, Vol-53.

Gosh, S.K and Akter, Md. S. 2005. "Handloom Industry on the Way of Extinction: An Empirical Study Over the Pre-dominant Factors." *Brac University Journal*, Vol.-II, No-2, 2005, PP. 1-12.

Haq, M.N. 1973. Comilla Khaddor: A Case Study of an Artisan Co-operative Society, Comilla: BARD. Pp. 16-17, 22.

Islam, S. and Lina, R.T. 2015. "Cost Benefit Analysis of Khaddor Industry: A Study on Comilla District." *Journal of Economics and Business Research.* Volume-XXI No.2, PP. 32-44.

Khan, Md. Ashraful Momin. 2013. "Role of Handloom Board to Generate Employment in Rural Area: A study of Enaitpur Thana in Sirajgonj."

Koiri, Priyanka. 2020. "Occupational Health Problems of the Handloom Workers: A Cross Sectional Study of the Sualkuchi, Assam, Northeast India." *Clinical Epidemiology and Global Health*. Vol.8. P. 1264.

Kumar, Aayushi. 2020. Challenges Confronting Khadi Sector in India. Home Khadi, CCS, India. P.1.

Latif, M.A. 1997. "Handloom Industry of Bangladesh (1947-90)." The University Press Limited. Pp. 42-44, 68-87.

Mishra, Dr. Sudhansu, K.K., Shrivastava, Rakesh and Shariff, I.K. 2016. "Study Report on Problems and Prospects of Handloom Sector in Employment Generation in the Globally Competitive Environment". Bankers Institute of Rural Development, Lucknow.

Nair, Dr. Salini B. and M.S, Shitha. 2018. "Employee Motivation and Empowerment at Kerala Khadi and Village Industries, Avinissery," International Journal of Research & Scientific Innovation (IJRSI), Volume-V.

Raha, P. K. 2010. "The Chronological Development of Comilla Khaddor Industry, Bornita". A Trimester Publication, Volume-16, Issue-1.

Scouller, John. 1999. "Beyond Accounting for Economic Growth", in Bhagwan Dahiya ed. , The Current State of the Economic Science, Vol.-5, Spellbound Pvt. Publications Ltd. Rohtak, India.

Sivaiah, V. 2013. Khadi and Village Industries. *Indian Journal of Research* Vol. 2, Issue: 12, Pp. 52-54.

Srivastava, Meenu. 2017. Khadi: Exploration of Current Market Trend. *International Journal of Applied Home Science*. Vol.4. P.439.

Tarlo, Emma. 2017. (Professor of Anthropology at Goldsmiths, University of London) "KHADI". www.soas.ac.uk.

Tithi, F.K. 2009. "Reviving the Heritage", The Daily Star Weekend Magazine Volume-8, Issue-72.

www.comillaweb.com.2010.

Zakir, Ahmed. 2006. Star Insight A forthrightly Publication of the Daily Star, Volume-1, Issue-10.

চৌধুরী, সিরাজুল ইসলাম। ২০১০। "ঐতিহ্যবাহী কুমিল্লার খাদি এখন প্রায় বিলুপ্ত" জাতীয় বস্ত্রনীতি, ১৯৯৫।

দৈনিক যুগান্তর। ৬ ডিসেম্বর, ২০১৬।

সিরাজুল ইসলাম, সম্পাদিত, বাংলাপিডিয়া। ২০০৩। এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ। ঢাকা।

সেন, অনুপম। ১৯৮৮। "বাংলাদেশ: সমাজ ও রাষ্ট্র"। অবসর প্রকাশনা। পৃ. ৪৭-৪৯।